STUDY MATERIAL: PART-III

CBCS

B.A. Philosophy Honours 2nd Semester

BAHPHILC202 History of Western Philosophical Thoughts II

Full Marks- 5/10

কান্টের মতে Transcendental ও Transcendent পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য :

কান্টের বিচারমূলক দর্শন ভাববাদী এবং বস্তুবাদী উভয়ই, তবু সঠিকভাবে বলতে গেলে কোনটিই নয়। কান্ট তাই এই দর্শনকে অতীন্দ্রিয় (transcendental) বলে অভিহিত করতে চান অর্থাৎ এই দর্শন সংবেদনবাদ ও ভাববাদকে অতিক্রম করে যায়। কান্ট *'transcendental'* শব্দটিকে জ্ঞানের অভিজ্ঞতাপূর্ব উপাদানের আবিষ্কার ও প্রমাণ হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বিচারবাদে *'transcendental'* ও *'transcendent'* -এই দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। 'transcendent' কথার অর্থ হল যা অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায়। আসলে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি হল শুদ্ধ প্রজ্ঞার সূত্রের সাহায্যে জ্ঞানের অভিজ্ঞতাপূর্ব উপাদানগুলিকে আবিষ্কার ও প্রমাণ করা। কান্টের মতে- 'transcendental and transcendent are not interchangeable terms'।

কান্ট তাঁর তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের শক্তি দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। 'প্রজ্ঞা' দ্বারা তিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করতে চেয়েছেন। তিনি সংবেদন ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করেন। সংবেদন বৌদ্ধিক হয় না, বুদ্ধি সংবেদনাত্মক হয় না। দার্শনিক কান্ট যাকে 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' (Pure Reason) বলেছেন, তাকে প্রজ্ঞাও (reason) বলেছেন, আবার কোথাও কোথাও 'প্রজ্ঞা' কে পৃথক রূপে বর্ণনা করেছেন। কান্ট প্রজ্ঞার দ্বারা 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা'র বিষয়ে প্রশ্ন উত্তোলন করেন যে, অধিবিদ্যা সম্পর্কে বিশুদ্ধ

প্রজ্ঞা কী যথার্থ জ্ঞান দিতে সম্ভব হয়? কান্ট বলেন- একমাত্র অধিবিদ্যাবিদ্‌গণ একথা স্বীকার করেন কিন্তু অধিবিদ্যা সম্পর্কে কোন যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। ঈশ্বর, আত্মা, অমরতা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কোন যথার্থ জ্ঞান হয় না, যা হয় তা হল শুধুমাত্র একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশ্বাস। এদের আমরা *Idea of concept* বলতে পারি, কিন্তু কখনও একে *object of knowledge* বলতে পারি না।

বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অধিবিদ্যাবিদ্‌গণদের বক্তব্য হল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই একমাত্র অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিতে সক্ষম হয় কিন্তু এই প্রসঙ্গে কান্টের অভিমত হল নঞর্থক। এই প্রকার প্রজ্ঞার উত্তরের পক্ষে অধিবিদ্যাবিদ্‌দের কোন প্রকার যথার্থ যুক্তি পাওয়া যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কান্টের ভাষায় এইগুলি object of knowledge না বলে object of Faith বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কান্ট কিন্তু অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করেন নি, তাঁর বক্তব্য অধিবিদ্যার প্রতি মানব মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এবং তা জন্মগত ভাবে ক্রমশ গতিশীল। কান্ট জ্ঞান বা *knowledge* বলতে একমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বলেছেন যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, গাণিতিক ভাবে প্রমাণযোগ্য। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা সেইরূপ প্রমাণ দিতে ব্যর্থ। যেহেতু বিচার-বিশ্লেষণই দর্শনের প্রাণ, সেহেতু দার্শনিককে বিচার-বিশ্লেষণের পথ গ্রহণ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করতে হয়। বিচার-বিশ্লেষণকে বাদ দিলে দর্শনের কোন অগ্রগতি হয় না। কেবল শক্তি ও সময়ের অপচয় ঘটে। জ্ঞানের স্বরূপ, সীমা, শর্ত ও সম্ভাবনা না জেনে যদি দার্শনিক আলোচ্য বিষয়ে মনোসংযোগ করেন, তাহলে অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে পারেন না। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ ও সীমা নিয়ে আলোচনা করে বলে দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দার্শনিক কান্টের জ্ঞানবিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞা, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, জ্ঞানের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

কান্টের মতে জ্ঞানোৎপত্তির দুটি পর্যায় বর্তমান, প্রথমত; ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবেদনের ফলে মস্তিষ্কে যে বিষয়ের ছাপ পড়ে, মন সক্রিয় হয়ে সেই উপাদানকে একটি আকার দান করে। এই আকার হল দেশ ও কাল। এগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ ও মনোগত এবং যেকোন ইন্দ্রিয়

সংবেদনের অনিবার্য ও সাধারণ পূর্বতঃসিদ্ধ শর্ত। কোন কিছুকে অনুভব করতে গেলেই তাকে দেশ ও কালে অনুভব করতে হয়। এই আলোচনাকে কান্ট Transcendental Aesthetic বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বিজ্ঞান নাম দিয়েছেন। Transcendental aesthetic- এর অর্ন্তগত '*aesthetic*' শব্দটি প্রচলিত অর্থ 'সৌন্দর্যবোধ' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে মূলতঃ 'ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। '*Aesthetic*' শব্দটির মূলশব্দ '*aesthesis'* যার অর্থ 'ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ' (sense perception)। Transcendental aesthetic- অংশটিতে কান্ট বিচার পূর্বক এটাই প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন- 'আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সংবেদন শক্তির পূর্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের অর্থাৎ অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত বিষয়ের অবদান কী এবং কতটা তা ব্যাখ্যা করা যায়।

'Aesthetic' শব্দটিকে তার ধাতুগত অর্থ 'অনুভব সংবেদন' প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীক শব্দ '*aesthesis*' শব্দের অর্থ হল 'প্রত্যক্ষ করা' (to perceive by the senses or by the mind)। কান্ট ইন্দ্রিয়শক্তি বা সংবেদনশক্তি সম্পর্কীয় তত্ত্ব অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই উদ্দেশ্যে কান্ট সর্বপ্রথম বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তন বা বুদ্ধির যে অবদান, তার থেকে ইন্দ্রিয়শক্তির অবদানকে পৃথক করেছেন। দ্বিতীয়ত; যা কিছু অভিজ্ঞতামূলক বা লৌকিক সংবেদনের অর্ন্তভূক্ত, তাকে বর্জন করে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভবের অভিজ্ঞতাপূর্ব অবদানকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবদান থেকে পৃথক করেছেন। এর ফলে আমরা যা পাই তা হল শুদ্ধ অনুভব বা অনুভবের শুদ্ধ আকার দেশ ও কাল।

কান্ট তাঁর দর্শনে 'অনুভব' এবং 'বিশুদ্ধ অনুভব' দুটির কথা উল্লেখ করেন। 'বিশুদ্ধ অনুভব, বলতে সংবেদন শক্তির দুটি আকারকে বুঝিয়েছেন যাকে দেশ ও কাল বলা হয়। যে আকার সংবেদন জন্য অনুভব থেকে আসে না কিন্তু যে আকারে আকারিত না হয়ে কোন অনুভূত উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হতে পারে না, কান্ট সেই আকারকেই 'বিশুদ্ধ অনুভব' বলেছেন। যদি আমরা কোন প্রতিভাত বস্তু অর্থাৎ প্রতিভাস থেকে একে একে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত বৈশিষ্ট্যগুলি, যথঃ দ্রব্যত্ব, গতি, বিভাজ্যতা ইত্যাদি এবং সংবেদন জন্য বৈশিষ্ট্যগুলি- অভেদ্যতা, কাঠিন্য, বর্ণ ইত্যাদি অপসারিত করি তথাপি সেই অনুভূত প্রতিভাসে কিছু অবশিষ্ট থাকে, যথা- বিস্তার এবং আকার। এই অবশিষ্ট

বিষয়গুলি হল শুদ্ধ অনুভবের বিষয় যা সংবেদনশক্তির পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে মনে অবস্থান করে। সংবেদনশক্তির এমন দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার যার শুদ্ধ অনুভব হল দেশ এবং কাল। দেশ ও কাল কান্টের মতে- মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নয়, সদ্বস্তু নয়, বস্তুধর্ম নয়, বস্তু সম্বন্ধ নয় দেশ ও কাল হল অনুভবের দুটি আকার যাদের অবস্থান আমাদের মনে ইন্দ্রিয়ানুভবের আগেই যা আমাদের মধ্যে অবস্থান করে। দেশ ও কালের আকারে আকারিত না হয়ে কোন ইন্দ্রিয় সংবেদন আমাদের কাছে অনুভূত হতে পারে না। কাজেই এ দুটি আকার হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব, আর পূর্বতঃসিদ্ধ হওয়া মানেই তা আবশ্যিক শর্ত। দেশ ও কাল অনুভবের প্রাক্‌সিদ্ধ আকার হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কান্ট ‘দেশ’কে বাহ্য অনুভবের আকার এবং ‘কাল’কে আন্তর অনুভবের আকার বলেছেন।

Bimal Banerjee
Asst. Professor
Department of Philosophy
Raniganj Girls’ College